গাংনীতে দর্জি প্রশিক্ষণার্থীদের ভাতা আত্মসাতের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনীতে অসচ্ছল নারীদের স্বাবলম্বী করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত সরকারি দর্জি প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে চরম অনিয়ম ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে।

উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নাসিমা খাতুনের বিরুদ্ধে ৩০ জন দুস্থ প্রশিক্ষণার্থীর মাসিক ভাতা ও প্রশিক্ষণের মালামাল ক্রয়ের বরাদ্দকৃত টাকা আত্মসাতের অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগীরা।

উপজেলা মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৩১ আগস্ট বিকেলে সরেজমিনে গিয়ে জানা যায়, এপ্রিল থেকে জুন ২০২৬ মেয়াদে তিন মাসব্যাপী এই দর্জি প্রশিক্ষণে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের ৩০ জন অসচ্ছল নারী অংশ নেন। নিয়ম অনুযায়ী প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতি মাসে ২ হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়ার কথা।

কিন্তু ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, এপ্রিল মাসে পূর্ণ ভাতা পেলেও মে মাসে দেওয়া হয় মাত্র ১ হাজার ৭০০ টাকা। পরবর্তীতে জুন মাসের ভাতার টাকা উত্তোলন করা হলেও রেভিনিউ স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করিয়ে নিয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের কোনো টাকাই দেওয়া হয়নি।

ভোমরদহ গ্রামের প্রশিক্ষণার্থী ইতি খাতুন জানান, “জুন মাসের ভাতা দেওয়ার কথা বলে আমাদের দিয়ে স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করিয়ে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু সরকারি তহবিল থেকে টাকা উঠিয়েও আমাদের এক টাকাও দেওয়া হয়নি।”

একই অভিযোগ করেছেন শিশিরপাড়া গ্রামের চামেলী ও জেসমিন খাতুন এবং গাড়াডোব গ্রামের ছকিনা ও জেসমিন খাতুন।

ভুক্তভোগীদের আশঙ্কা, ভাতার টাকা কম দেওয়ার পাশাপাশি জাল স্বাক্ষর তৈরি করে অতিরিক্ত টাকাও আত্মসাৎ করা হয়ে থাকতে পারে। শুধু ভাতা আত্মসাতের অভিযোগই নয়, প্রশিক্ষণের জন্য বরাদ্দকৃত সরকারি মালামাল নিয়েও অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। নীতিমালার তোয়াক্কা না করে প্রশিক্ষণার্থীদের সিট কাপড়, কাঁচি, সুতা,

মেজারমেন্ট টেপ ও স্কেলসহ যাবতীয় প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নিজ খরচে বাড়ি থেকে কিনে আনতে বাধ্য করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তারা।

এ ছাড়া অভিযুক্ত কর্মকর্তা মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ে অতিরিক্ত দায়িত্বে থাকায় সেখানেও একই ধরনের অনিয়ম হয়ে থাকতে পারে বলে স্থানীয়দের সন্দেহ।

এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে অভিযুক্ত গাংনী উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নাসিমা খাতুন সাংবাদিকদের ওপর ক্ষিপ্ত হন। জুন মাসের সরকারি টাকা উত্তোলনের বিষয়টি স্বীকার করে তিনি দাবি করেন, “২ আগস্ট নির্দেশনা এসেছে টাকাগুলো না দেওয়ার জন্য।”

তবে সরকারি অর্থ উত্তোলন করে এক মাসেরও বেশি সময় নিজের কাছে রাখার কারণ ও বাজেটের বিস্তারিত তথ্য দিতে তিনি অস্বীকৃতি জানান এবং সাংবাদিকদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন।

অভিযোগের বিষয়ে গাংনী উপজেলার ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নাবিদ হোসেন বলেন, বিষয়টি সম্পর্কে তিনি সদ্য অবগত হয়েছেন এবং ঘটনাটি দ্রুত খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় এ বিষয়ে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে জানান, সরকারি প্রকল্পে কোনো ধরনের দুর্নীতি বা অনিয়ম সহ্য করা হবে না। প্রাথমিক তদন্তে দোষ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি বিধি অনুযায়ী কঠোর বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দুস্থ নারীদের সহায়তায় বাস্তবায়িত এই প্রকল্পে অনিয়মের সুষ্ঠু তদন্ত এবং আত্মসাৎকৃত ভাতা অবিলম্বে ফেরতের জোর দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগী নারীরা।

মেহেরপুরে প্রশিক্ষণার্থীদের

মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ

মেহেরপুরে জীবিকায়নের লক্ষ্যে দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৩০ জন মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৪ জুলাই) বিকেলে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালকের কার্যালয়ে এই সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ। বিশেষ অতিথি ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার খাদিজা আক্তার, উপ-পরিচালক মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মোছা: নাসিমা খাতুন, নাজমা, মীর দানিয়েল হোসেনসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, সমাজে পিছিয়ে পড়া নারীদের দারিদ্র্য ঘোচাতে এবং স্বাবলম্বী করে তুলতেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আপনারা এই সেলাই মেশিনকে কাজে লাগিয়ে একজন একজন উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবেন এই প্রত্যাশা আমাদের। মেশিনগুলো ব্যবহার ও সংরক্ষণে সচেতন থেকে নিজেদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নে এগিয়ে আসুন। তাহলেই এ প্রকল্পের সফলতা নিশ্চিত হবে।

মেহেরপুর টিটিসিতে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ

মেহেরপুর কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) তে বিভিন্ন ট্রেড ও এসেট প্রোগ্রামের প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে।

আজ সোমবার (২৫ নভেম্বর) বিকেল ৩ টার দিকে টিটিসির কনফারেন্স রুমে প্রশিক্ষণার্থীদের এ উপকরণ বিতরণ করা হয়।

অক্টোবর-ডিসেম্বর সেসনের ইলেকট্রিক্যাল ইন্সটলেশন এন্ড মেইনটেনেন্স, ম্যাশনারী, আইটি সাপোর্ট এন্ড সার্ভিস, কনজ্যুমার ইলেকট্রনিকস, টেইলারিং এন্ড ড্রেস মেকিং এই পাঁচ টি ট্রেডের ১শ ২৫ জন প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে ফাইল, সিবিএলবি, সিএস, খাতা, কলম, ফাইল এবং এসেট প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের মাঝে ব্যাগ ও টি শার্ট প্রদান করা হয়।

টিটিসি’র অধ্যক্ষ আরিফ হোসেন তালুকদার বলেন, প্রশিক্ষণার্থীদের কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধি, শিক্ষার মান উন্নয়ন ও কারিগরী শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য এসেট প্রোগ্রাম থেকে এ ধরনের শিক্ষা উপকরণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ইন্সট্রাক্টর (ম্যাশনারী) শিখা খানম, ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল) সোহেল রানা, ইন্সট্রাক্টর (আইটি) আলামিন হোসেন,ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রনিকস) মাসুদ পারভেজ, ইন্সট্রাক্টর (গার্মেন্টস) আনিসুর রহমান সহ প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ।

চুয়াডাঙ্গায় ড্রাইভিং ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ

চুয়াডাঙ্গায় বহুমুখী মানব কল্যাণ সংস্থা উদ্যোগে ড্রাইভিং ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বিকেল তিনটার সময় চুয়াডাঙ্গায় শহরের একাডেমি মোড় সারা ভবনে বহুমুখী মানব কল্যান সংস্থার কার্যালয়ে সার্টিফিকেট বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়।

সমাজ সেবা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক শহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাফুজুর রহমান মঞ্জু। এ সময় তিনি বলেন, বাংলাদেশ ইতিমধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপ নিয়েছে। আগামী ২০৪১ সালের

স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা বন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে প্রত্যেক নাগরিককে স্মার্ট নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার জন্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বহুমুখী প্রশিক্ষণ চালু করেছেন। সেইসাথে একজন নাগরিককে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বর্তমান সরকার ।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বহুমুখী মানব কল্যাণ সংস্থার নির্বাহী চেয়ারম্যান সিনিয়র সাংবাদিক আহমেদ পিপুল বলেন, বাংলাদেশের সকল স্তরের নাগরিক যাতে নিজেকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে পারে তারই ক্ষুদ্র প্রয়াস আমরা নিয়েছিলাম। আমরা মনে করি বহুমুখী মানব কল্যাণ সংস্থার মাধ্যমে দেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে আমরা সঠিক এবং নিয়মতান্ত্রিক মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দিতে সফল হয়েছি । আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীদেরকে কিভাবে প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে এসে তাদেরকে দক্ষ করে গড়ে তোলা যায়। সেই নারীদেরকে দক্ষ করে গড়ে তোলার যে প্রচেষ্টা তা আমরা শতভাগ সফল হয়েছি। পুরো প্রশিক্ষণ জুড়ে আমরা ৪৫ শতাংশ নারীকে প্রশিক্ষণ দিতে পেরেছি।

এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহযোগী অধ্যাপক ডা. সাইফুল্লাহ রাসেল, চুয়াডাঙ্গা সমাজ সেবা কার্যালয়ে উপ-পরিচালক সিদ্দিকা সোহেলী রশিদ ও সহকারী পরিচালক আবু তালেবসহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও সংস্থার নির্বাহী পরিচালক সাংবাদিক বিপুল আশরাফ।

চুয়াডাঙ্গা বহুমুখী মানব কল্যাণ সংস্থা থেকে কম্পিউটার পরিক্ষায় উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণপ্রার্থীদের মধ্যে থেকে তুহিন ও সুরাইয়া অভিব্যক্তি করেন বলেন, অত্যান্ত সুন্দর পরিবেশে এখানে কম্পিউটার ও ড্রাইভিং শেখানো হয়। আমরা এখান থেকে কম্পিউটার শিখে অনেকে অনলাইন ব্যবসা করছি এবং কেউ চাকুরী করছি।

দুস্থ, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্ত ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে আর্থ সামাজিক অবস্হার উন্নয়ন” প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে সমাজসেবা অধিদপ্তর এবং বহুমুখী মানব কল্যাণ সংস্থা।কম্পিউটার প্রশিক্ষণে ২ টি ব্যাজে ৬০ জন ও ড্রাইভিং প্রশিক্ষণে ৩টি ব্যাজে ৯০ জন শিক্ষার্থীদের হাতে সার্টিফিকেট ও নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়।